দামুড়হুদায় ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

দামুড়হুদায় ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার সকাল ১০টায় দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৭ই এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইউএনও রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস, উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান, সমাজসেবা অফিসার তোফাজ্জল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা আলাউদ্দিন, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি অপারেশন শফিউল আলম, উপজেলা প্রশাসনিক কর্মকর্তা ফয়জুল ইসলামসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গায় ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা শীর্ষক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক) নাজমুল হামিদ রেজা সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান বলেন, ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিনে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এই দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনেক বেশি। এই দিবসের সাথে চুয়াডাঙ্গা জেলার অগ্রণী

ভূমিকা ছিলো। উন্নত বাংলাদেশ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে আমাদের অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জাগ্রত হতে হবে।

এ সময় তিনি সকল শিক্ষার্থীদের আহবান করে বলেন, তোমাদের সঠিক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে হবে ও সঠিক মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নিজেদের গঠন করতে হবে।

ঐতিহাসিক মুজিব নগর দিবসের আলোচনা সভা শেষে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট মসজিদের পেশ ইমাম দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(অর্থ ও প্রশাসন) আবু তারেক, চুয়াডাঙ্গা জেলা শিক্ষা অফিসার আতাউর রহমান, চুয়াডাঙ্গা পৌর ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ আবু রাশেদ, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও চুয়াডাঙ্গা সাবেক পৌর মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দার, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান, চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের সম্পাদক মোঃ জাহিদুল হাসান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার(ভূমি) মাজহারুল ইসলাম সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন ও বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায় নাগরিক সুরক্ষায় সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের খোলা চিঠি

চমৎকার চুয়াডাঙ্গার প্রত্যাশায় সকলকেই আইন মেনে চলার অনুরোধ জানিয়ে অতি সাম্প্রতিক তীব্র দাবদাহ এবং ঈদ উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য নির্দেশনা দিয়ে খোলা চিঠি প্রদান করেছেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম ভূইয়া।
খোলা চিঠিতে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম ভূইয়া বলেন ১. বিশেষ প্রয়োজন না হলে সকাল ৯ টা থেকে বিকেল ৫ টা

পর্যন্ত বাসা থেকে বের না হওয়ার অনুরোধ রইল। ২. হিট স্ট্রোক রোধে প্রচুর পরিমাণ নিরাপদ পানি, ফলের ঠান্ডা রস খাওয়ার জন্য বলা হলো। (বিশেষত রোজাদার,শিশু, বয়স্কদের জন্য)
৩. কমিউনিটি ক্লিনিক গুলোতে খাবার স্যালাইন মজুত রয়েছে। প্রয়োজনবোধে কমিউনিটি ক্লিনিক এর সেবা নেয়া যেতে পারে।
৪. ভুট্টার জমিতে ময়লা / ভুট্টার অবশেষ না পোড়ানোর জন্য কঠোর ভাবে নির্দেশনা দেয়া হলো। ৫. সিগারেটের অবশিষ্টাংশ / কয়েল থেকে যেন আগুন না লাগে সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। ৬. মার্কেট/ বাজার গুলোতে নাইট গার্ড এর ব্যবস্থা / সিসিটিভি লাগানোর নির্দেশনা রইল। ফায়ার এক্সটিংগুসার ইন্সটল করতে হবে বাধ্যতামূলকভাবে। ৭. ঈদ উপলক্ষে বর্ধিত বাস/ গাড়ি ভাড়া না নেয়ার কঠোর ভাবে নির্দেশনা দেয়া হলো। ৮. মহাসড়কে আঁকাবাঁকা ভাবে মোটর সাইকেল চালানো সম্পুর্ণ ভাবে নিষেধ করা হলো। ৯.ঈদ উপলক্ষে ডিজে পার্টির নামে শব্দদূষণ করা যাবে না। ১০. ৯৯৯ এ ফোন করে অভিযোগ জানানো যাবে। এছাড়াও সদর থানায় অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর কার্যালয়ে অভিযোগ দেয়া যাবে।

জীবননগরে দিনের বেলায় বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ২লক্ষ টাকার ক্ষতি

জীবননগরে দিনের বেলায় বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ রবিবার বিকাল ৪ টার সময় জীবননগর উপজেলার বাকা ইউনিয়নের প্রতাবপুর গ্রামের মৃত মোতালেব হোসেনের ছেলে বাবলু মন্ডলের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে এতে ২লক্ষ টাকার ক্ষতিসাধন হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী সুত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের ন্যায় আজ রবিবার বিকালে রান্না শেষে রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে আসে বাবলু মন্ডলের স্ত্রী এ সময় হঠাৎ রান্না ঘরের চুলা থেকে আগুনের উৎপত্তি হয়। গোটা রান্না ঘর আগুনে পুড়ে যায় এক পর্যায় রান্না ঘরের পাশে থাকা খড়ির ঘর, বিচালী ঘরে আগুন ধরে ভয়াবহ রুপ ধারন করে।

এ সময় স্থানীয় লোকজন আগুন নিয়ন্ত্রনে আনার চেষ্ঠা করে। অবশেষে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার আগে জীবননগর ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা ঘটনা স্থানে ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে।

জীবননগরে ছিন্নমূল মানুষের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ

জীবননগরে ছিন্নমূল মানুষের মাঝে ঈদ উপহার পোশাক বিতরণ করা হয়েছে। আজ রবিবার বিকাল ৩টার সময় জীবননগর ইয়ুথ এ্যাসেম্বলির আয়োজনে উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের ধোপাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে অসহায় দরিদ্র মানুষের মাঝে পাঞ্জাবী, শাড়ী ও ফতুয়া বিতরণ করা হয়।

জীবননগর ইয়ুথ এ্যাসেম্বলির সভাপতি মিঠুনর মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা লোকমোর্চার সভাপতি এ্যাড. মোঃ বেলাল হোসেন ।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আবু মোঃ আব্দুল লতিফ অমল, মনোহরপুর ইউনিয় পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খান, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সিনিয়ার কর্মকর্তা মোঃ কামরুজ্জামান যুদ্ধ, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা আশরাফুল ইসলাম লিটন, রইচ উদ্দিন, মিরাজ হোসেন, জীবননগর ইয়ুথ এ্যাসেম্বলির সদস্য লাবনী খাতুন, ঐশ্বর্য সাহা, ঐশী, মেহেদী হাসান প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন জীবননগর ইয়ুথ এ্যাসেম্বলির সদস্য তুহিনুজ্জামান।

চুয়াডাঙ্গায় হায়দার পুর যুবসমাজের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল

চুয়াডাঙ্গা সদরের হায়দার পুর গ্রামের যুবসমাজের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার সন্ধা ছয়টার সময় চুয়াডাঙ্গা সদরের হায়দার পুর গ্রামের জামে মসজিদে এই ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে পদ্মাবিলা ৫নং ওয়ার্ড সাবেক ইউপি সদস্য মোঃ শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দার।

ইফতার ও দোয়া মাহফিলে আরও উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগ নেতা মাসুম আহমেদ, সৈকত আহমেদ, পদ্মবিলা ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি বনফুল, হায়দার পুর জামে মসজিদ কমিটির সভাপতি সরুপ মন্ডল, সহ-সভাপতি মইনুল হোসেন,যুবলীগ নেতা রুবেল, আমান, ফাহাদ, নয়ন, তাসফির, খোকন, আসিফ, আলি, হাসিবুল, জামান, ইসরাফিল, মামুন সহ হায়দার পুর গ্রামবাসী।

জীবননগরে জমে উঠছে ঈদের বাজার

ঈদের আর মাত্র ৪ দিন বাকি। এরই মধ্যে জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন মার্কেট ও ফুটপাতে জমে উঠছে ঈদের কেনাকাটা। সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত দেখা গেছে ক্রেতাদের আনাগোনা। বিপণিগুলোয় বাড়ছে ভিড়। তৈরি পোশাক কেনার পাশাপাশি নতুন পোশাক বানাতে আগেভাগেই পছন্দের কাপড় কিনছেন তরুণ-তরুণীরা।

বিক্রেতারা জানিয়েছেন, ঈদ যতই ঘনিয়ে আসছে, ক্রেতাদের ভিড় ততই বাড়ছে। তবে দেশে নিত্যপণ্যসহ সবকিছুর দাম বৃদ্ধির ফলে ক্রেতারা

ঈদ বাজারে এসে একটু চিন্তা-ভাবনা করেই কেনাকাটা করছেন।

এবার ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে জমে উঠেছে পোশাকের বেচাকেনা। শপিংমলগুলোর পাশাপাশি ফুটপাতেও ক্রেতাদের ভিড় বেড়েছে। ক্রেতাদের উপস্থিতিতে জমজমাট হয়ে উঠেছে জীবননগর পৌর শহরের ঈদবাজার। ঈদ সামনে রেখে মাকের্টগুলোয় দেশি-বিদেশি নানা রঙের ও ডিজাইনের বাহারি পোশাক উঠেছে। উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতিবছরই যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী নতুন পোশাক কেনে। প্রতিবারের মতো এবারও অনেকটা আগে থেকেই চলছে কেনাকাটার ধুম। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শপিং মল ও বিপণিবিতানে বাড়ছে ভিড়।

ক্রেতাদের এমন ভিড়ে খুশি ব্যবসায়ীরাও। তবে এবারের ঈদকে কেন্দ্র করে রোজার শুরু থেকে ক্রেতাদের মার্কেটগুলোয় ভিড় করতে দেখা গেছে। বিক্রেতারা বলছেন, অন্যান্যবারের মতো এবারের ঈদেও তরুণীসহ নারীদের প্রধান আকর্ষণ নতুন কালেকশন।

প্রতিদিন সকাল থেকে জীবননগর পৌর শহরের, মোল্লা মাকেট,তরফদার মাকেট,ইভা টাওয়ার,নুর টাওয়ার এলাকার বিভিন্ন মার্কেটগুলোয় ভিড় করছেন ক্রেতারা। ব্যবসায়ীরা বলছেন, করোনার কারণে গত দুই বছর তাদের লোকসান হয়েছে। তবে এবার রোজা শুরুর আগে থেকেই দোকানে ক্রেতার উপস্থিতি ভালো। প্রতিদিন বাড়ছে বেচাকেনা।

গৃহিণী সাজেদা খাতুন এসেছেন পরিবারের সদস্যদের জন্য পোশাক কিনতে। তিনি জানান, দিন যত যাবে তত ঝামেলা বাড়বে। তখন জিনিসপত্র থাকলেও তেমন পছন্দ হবে না । তাই আগে থেকে কাজ সেরে নিচ্ছি।
এদিকে ক্রেতাদের সামলাতে ব্যাস্ত সময় পার করছেন দোকান মালিক ও কর্মচারীরা। জীবননগর পৌর শহরের তরফদার মাকেট,মোল্লা মাকেট,ইভা টাওয়ার,নুর টাওয়ারের মার্কেটের বেশ কয়েকজন দোকানদারদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত দুই বছরের চেয়ে এবারের বেচাকেনা অনেকটাই ভালো।, রমজান শুরুর পর থেকেই এবার ক্রেতারা কেনাকাটা শুরু করেছেন। আমরাও ক্রেতাদের চাহিদামতো পোশাক সরবরাহ করতে চেষ্টা করছি।

পৌর শহরের বড় বড় শপিংমলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জমে উঠেছে ফুটপাতের বেচাকেনাও। ফুটপাতের ক্রেতা-বিক্রেতারা জানান, ফুটপাতের দোকানগুলোর জন্য হাজার হাজার টাকা ভাড়া দিতে হয় না। ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নেই কোনো আলোর ঝলকানি। ফলে স্বল্প লাভে ফুটপাতের বিক্রেতারা ক্রেতাদের দরদামে পোশাক দিয়ে থাকেন,

ক্রেতারাও স্বচ্ছন্দে নিয়ে থাকেন। ক্রেতা অনিক রহমান রনি জানান, বড় দোকানগুলো থেকে আমার পক্ষে প্যান্ট কেনা সম্ভব নয়। এজন্য ছেলেকে এখানে নিয়ে এসেছি প্যান্ট কিনতে। ছেলের পছন্দমতো ৪৫০ টাকা দিয়ে জিন্স প্যান্ট কিনে দিলাম।

ফুটপাতের দোকানদার আলতাফ হোসেন জানান, নিজেরাই ব্যবসা করি। এতে কর্মচারীর বেতন, আলোর ব্যবস্থাসহ নানা ধরনের খরচ হয় না। তাই স্বল্প লাভে বড় দোকানের তুলনায় কম দামে পোশাক বিক্রি করতে পারি।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলার সহকারী পরিচালক মো. সজল আহম্মেদ জানান, সুযোগ বুঝে অতিরিক্ত দাম নেয়া যাবে না। যারা এমন করছেন, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। ভোক্তাস্বার্থ রক্ষায় নিয়মিত অভিযান চলমান রয়েছে।

দামুড়হুদা হাউলী ইউনিয়নে ভিজিএফএর চাউল বিতরণ

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে অসহায় ও হতদরিদ্র মানুষের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার হিসেবে ভিজিএফএর চাউল বিতরণের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ রবিবার সকাল ৯টার সময় ইউনিয়নের ২৬১০ জন উপকারভূগীর মাঝে জন প্রতি ১০কেজি করে চাউল বিতরণ করা হয়।

আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে অসহায় মানুষের মাঝে সুষ্ঠ ও সমভাবে চাউল বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, সচিব নাঈম হোসেন, ট্যাগ অফিসার আতিকুর রহমান, ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলাম, আ: হান্নান পটু, শাহজামালসহ সকল ইউপি সদস্য, মহিলা ইউপি সদস্য, গ্রাম পুলিশ সহ উপকারভূগীরা উপস্থীত ছিলেন।

দর্শনায় ৮৯ ব্যাচের উদ্দ্যেগে ইফতার মাহফিল

দর্শনায় ৮৯ ব্যাচের উদ্দ্যেগে দর্শনা সরাকরী কলেজে এক ইফতার মাহফিল ও দোয়া অনুষ্টিত হয়েছে।

গত শুক্রবার সন্ধা ৬ টার দিকে দর্শনা সরকারী কলেজের একটি কক্ষে ৮৯ ব্যাচের উদ্দ্যেগে এ ইফতার মাহফিল ও দোয়া অনুষ্টিত হয়। উক্ত দোয়া মাহফিলে দর্শনা সরকারী কলেজের প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা-শিক্ষক-কর্মচারী শিক্ষার্থীদের রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া ইফতার মাহফিল অনুষ্টিত হয়।

এ ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন নব নির্বাচিত পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু সাবেক উপধাক্ষ মোশারেফ হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডভোকেট শহীদুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ মজনুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর আলম, ৮৯ ব্যাচের সাধারন সম্পাদক আব্দুস আজাদ বিপু,কনিকা সিডের পরিচালক নুর আলম লিটন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আওয়াল হোসেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের নবনির্বাচিত সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, সাধারন সম্পাদক হানিফ মন্ডল, দর্শনা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, সাধারন সম্পাদক আহসান হাবীব মামুন ও ৮৯ ব্যাচের সকল বন্ধুবর।

আলমডাঙ্গার ছোট-পুটিমারীর মাদকসম্রাট সামিম আটক

আলমডাঙ্গার ছোট-পুটিমারী গ্রামের মাদক সম্রাট শামিম খন্দকারকে আটক করেছে পুলিশ। গত ১৪ এপ্রিল শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টায় ছোটপুটিমারী মাদ্রাসার নিকট ভূট্টা ক্ষেতের মধ্যে থেকে আটক করে।

তার নিকট থেকে ২০ পিস ইয়াবা ও ৪০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে।

এলাকাসূত্রে জানাযায়, উপজেলার জেহালা ইউনিয়ন মানেই মাদকের অভায়রণ্য। বিভিন্ন গ্রামে সহজেই মিলতো চোলাই মদ, গাঁজা, ইয়াবাসহ ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেট। বর্তমান আলমডাঙ্গা থানার ওসি বিপ্লব কুমার নাথের উদ্যোগে ওই ইউনিয়ন জুড়ে চলমান মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করছে মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়িপুলিশ। অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে জেহালা ইউনিয়ন। মাদক সেবনকারীরাও স্বাভাবিক জিবনে ফিরতে শুরু করেছে। তবে ছোট-পুটিমারী গ্রামের মৃত খন্দকার আবু সাইদের ছেলে সামিম খন্দকার গোপনে রমরমা ইয়াবা ও ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট বিক্রয় করে আসছে। পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়েও সে থাকে ধরা ছোয়ার বাইরে।

গত শুক্রবার রাতে মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়িপুলিশের নিকট সামিমের বিরুদ্ধে গোপনে মাদক বিক্রয়ের তথ্য আসে। সংবাদ পেয়ে আলমডাঙ্গা থানার ওসি বিপ্লব কুমার নাথের নির্দেশে রাত সাড়ে ৯টার দিকে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ির আইসি এসআই তাপস কুমার ও এএসআই শিপন মিয়া। ছোট-পুটিমারী গ্রামের মাদ্রাসা সংলগ্ন ভুট্টা ক্ষেতে রাস্তার উপর থেকে তাকে আটক করে। তার শরীর তল্লাশী করে ২০ পিস ইয়াবা ও ৪০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ। গতকাল শনিবার সকালে সামিমের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, মুন্সিগঞ্জ এলাকার মাদক সম্রাট সামিমের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানাসহ বিভিন্ন থানায় এক ডজন মাদক মামলা রয়েছে। তিনি ইতিপূর্বে বিভিন্ন মাদক মামলায় কারাভোগ করেছে।